প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের সৃষ্টি

(দেওবন্দী ও আহলে হাদীসদের দৃষ্টিতে)

গ্রন্থনায় ও সংকলনে:
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

"প্রিয় নবি (ﷺ) নূরের সৃষ্টি (দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের দৃষ্টিতে)"

Click Here

গ্রন্থনা ও সংকলন ঃ
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

www.sahihaqeedah.com

সম্পাদনা
মুফতি মাওলানা আলাউদ্দিন জিহাদী

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

পৃষ্ঠপোষকতায়
মাওলানা কামালুদ্দীন আযহারী

PDF by Masum Billah Sunny

পরিবেশনায়
.ইমাম আযম (ﷺ) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
www.Facebook.com//ইমাম আযম রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশনায়
আল-মদিনা প্রকাশনী
১০৫, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, (দ্বিতীয় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯৫১৩১৬৩

"প্রিয় নবি (ﷺ) নূরের সৃষ্টি (দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের দৃষ্টিতে)"

গ্রন্থনা ও সংকলনে ঃ
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
প্রতিষ্ঠাতা, ইমাম আযম রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
মোবাইল ঃ ০১৭২৩৯৩৩৩৯৬

সম্পাদনা ঃ
মুফতি মাওলানা আলাউদ্দিন জিহাদী
বিশিষ্ট ইসলামী লিখক ও গবেষক।
মোবাইল ঃ ০১৭২৩৫১১২৫৩

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ
মাওলানা কামালুদ্দীন আযহারী
ফকিহ, নেছারিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
নিরীক্ষণে ঃ
আল্লামা মুফতি আলী আকবার
ইসলামী লিখক ও গবেষক।

উৎসর্গ ঃ
আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ আমিনুল করিম (বাবা হুযুর) (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র শ্রদ্ধায় উৎসর্গিত।
নামকরণে ঃ সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন
গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রথম প্রকাশ ঃ
২০ই নভেম্বর, ২০১৫ইং
পরিবেশনায় ঃ ইমাম আযম (ﷺ) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
প্রকাশনায় ঃ
আল-মদিনা প্রকাশনী, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
শুভেচ্ছা হাদিয়া ২৫/= টাকা

যোগাযোগ ঃ দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ- মোবাইল ঃ ০১৮৪২- ৯৩৩৩৯৬

লেখকের কথা

আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা সহ সিজদা আদায়ের পর, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূণ্যময় চরণে লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি। যে বিষয়টি যুগযুগ ধরে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস পোষন করে এসেছে। আমরা জানি একমাত্র আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতই নাযাত প্রাপ্ত দল।[১] বর্তমানের অন্যতম চলমান দেওবন্দী, তাবলীগ জামাত এবং তথাকথিত আহলে হাদিসরাও মুখে মুখে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী বলে দাবী করে। সকলেরই জানা কথা যে নাযাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকায়েদের ইমাম হলেন আবুল হাসান আশ'আরী ও তাঁর সহচর আবুল হাসান মাতুরীদি (رَحِمَهُمَا اللهُ)।[২] দিবালকের ন্যায় স্পষ্ট কথা তাদের বিরূপ আকিদার বিশ্বাসীগণ এ দল থেকে বহিষ্কৃত।

আমার অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, তারা দুজনই রাসূল (ﷺ) কে নূরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করতেন।[৩] তাই আমরাও সালফে সালেহীনের এবং এ মহান দুই ইমামের আক্বিদায় বিশ্বাসী। **হাস্যকরের বিষয় হলো এ উপমহাদেশের ভয়ঙ্কর দুটি ফিতনা চলমান দেওবন্দী এবং আহলে হাদিসরা দুই ইমামের আক্বিদায় বিশ্বাসী হওয়ার দোহাই** দিয়ে রাসূল (ﷺ) কে মাটির তৈরী বলে সমাজে প্রচার করে ফিতনা সৃষ্টি করছে। তাদের বিপরীত আক্বিদা যারা পোষণ করবে তাদেরকে কাফির বলে পর্যন্ত ঘোষনা দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে এ চলমান দুটি ফিতনাবাজদের আকাবিরগণ নবিজীকে নূরের সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছিলেন। তাই বলতে পারি বর্তমান চলমান এই দুই ফিতনাবাজদের ফাতওয়ায় তাদের পূর্বসূরী আকাবিরগণ কাফির সাব্যস্ত হন। তাই তাদের আকাবিরদের দলিলের আলোকে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি তৈরী করলাম যাতে করে তাদের আসল চেহারাটি সকলের সামনে প্রকাশিত হয়ে যায় আয়নার মত। চলমান আহলে হাদিস ও দেওবন্দীদের সে সব বিভ্রান্তি থেকে সহজ সরল মুসলমানের সতর্কতার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্রপ্রয়াস। পুস্তকের নামকরণ করেছি **"প্রিয় নবি (ﷺ) নূরের সৃষ্টি (দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের দৃষ্টিতে)"**।

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদার ৪-১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

২. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদা"-এর ১৩-১৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩. এ বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ আপনারা এ কিতাবের নং ৬০ টিকায় ওলীপুরীর আলোচনা দেখুন এবং ইমাম মাতুরিদী তাঁর তাফসীরে মাতুরিদীতে সুরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন ।

প্রিয় পাঠক মহল! অদীর্ঘ এই পুস্তকটি পরোপুরি পড়ে বিবেকের আদালতে মুখোমুখি হবেন। এতে আপনার অন্তর চক্ষু খোলে যাবে, ইনশাআল্লাহ! সফলতার মুখ দেখবে আমার পরিশ্রম।.....অধম রচয়িতা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর।

সূচিপত্র

ক.এ বিষয়ে দেওবন্দীদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমদের অভিমত-৫-৭

১. মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র দৃষ্টিভঙ্গি/৫
২. আল্লামা শাহ আবদুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র দৃষ্টিভঙ্গি/৬
৩. আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র দৃষ্টিভঙ্গি/৬
৪. আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র দৃষ্টিভঙ্গি/৬-৭
৫. আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দৃষ্টিভঙ্গি/৭
৬. হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দৃষ্টিভঙ্গি/৮

খ. রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি সম্পর্কে দেওবন্দী আকাবীরদের দৃষ্টিভঙ্গি-৮-২৬

১. রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী'র দৃষ্টিভঙ্গি/৮-১৩
২. মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌভী'র দৃষ্টিভঙ্গি/১৩-১৪
৩. আশরাফ আলী থানবী'র দৃষ্টিভঙ্গি//১৪-১৬
৪. দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতবী'র দৃষ্টিভঙ্গি/১৬
৫. মুহাদ্দিস হুসাইন আহমদ মাদানী'র দৃষ্টিভঙ্গি/১৬-১৭
৬. তাফসীরে মা'রিফুল কোরআন প্রণেতা মুফতি শফি'র দৃষ্টিভঙ্গি/১৭-১৮
৭. মুহাদ্দিস শাব্বির আহমদ উসমানী'র দৃষ্টিভঙ্গি/১৮
৮. দেওবন্দীদের শাইখুল হাদিস আনোয়ার শাহ কাশ্মরী'র দৃষ্টিভঙ্গি/১৮-১৯
৯. এ বিষয়ে কারামাত আলী জৈনপুরীর দৃষ্টিভঙ্গি/১০-২০
১০. তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতার ছেলে ইদ্রিস কান্দ্রলভী'র দৃষ্টিভঙ্গি/২০
১১. দেওবন্দীদের পাকিস্তানের মুহাদ্দিস সরফরাজ খান সফদরে'র দলিল/২০
১২. দেওবন্দী তাফসিরকারক আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদি'র দৃষ্টিভঙ্গি/২০২১
১৩. বাংলাদেশের দেওবন্দীদের শাইখুল হাদিস আজিজুল হকে'র দৃষ্টিভঙ্গি/২১
১৪. বাংলাদেশের দেওবন্দীদের শাইখুল হাদিস মুফতি মনসূরুল হকে'র দৃষ্টিভঙ্গি/২১
১৫. তাফসীরে নুরুল কোরআনের লেখক দেওবন্দী আলেম মাওলানা আমিনুল ইসলামে'র এর দৃষ্টিভঙ্গি/২১-২২
১৬. মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান এর দৃষ্টিভঙ্গি/২২
১৭. দেওবন্দী আলেম মাওলানা আবদুল কাদের দেহলভী'র দৃষ্টিভঙ্গি/২৩
১৮. থানবী সাহেবের প্রধান খলিফা শামসুল হক ফরিদপুরীর দৃষ্টিভঙ্গি/২৩-২৪
১৯. দেওবন্দীদের খতিবে আযম নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর দৃষ্টিভঙ্গি/২৪-২৫
২০. চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ছৈয়দ ইসহাকের দৃষ্টিভঙ্গি/২৫

২১. মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী চাটগামীর দৃষ্টিভঙ্গি/২৫
২২. থানবী সাহেবের অন্যতম খলিফা মুফতি সিরাজুল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি/২৫
২৩. হিফাজতে ইসলামের আমির আহমদ শফির দৃষ্টিভঙ্গি/ ২৫-২৬
গ. এ বিষয়ে আহলে হাদিসদের আকাবীরদের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ
১. আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি/২৬
২. আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম যওজীর দৃষ্টিভঙ্গি/২৬
৩. আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানীর দৃষ্টিভঙ্গি/২৬-২৮
৪. আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীর দৃষ্টিভঙ্গি/২৮
৫. আহলে হাদিস মুফতি শায়খ হুসাইন আল-মাগরীবী আল-মিশরীর দৃষ্টিভঙ্গি/২৮
৬.আহলে হাদিসদের সরদার সানাউল্লাহ অমৃতস্বরীর দৃষ্ঠিভঙ্গি/২৮
৭. আহলে হাদিস ক্বাযী সুলায়মান মানসূরপূরীর দৃষ্টিভঙ্গি/২৯
✂বাতিলপন্থীদের কয়েকটি খোড়া যুক্তির নিষ্পত্তি /২৯
✂চলমান দেওবন্দীদের সপক্ষে ধোঁকা আর জাল হাদিসই প্রধান পুজি/২৯
✂সমস্ত মানুষ কয়ভাবে সৃষ্টি/৩১
✂এ বিষয়ে তাদের শুধু মাত্র একটি জাল হাদিসই পুজি/৩১-৩২
✂দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের প্রতি আমার আকুল আবেদন/৩২

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

✍এ বিষয়ে দেওবন্দীদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমদের অভিমত ঃ

১. মুজাদ্দেদিয়া তরিকার ইমাম[8] ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদে আলফেসানি শায়খ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী (রহ.) স্বীয় মাকতুবাত শরীফে বলেন,

حقیقت محمد علیه من الصلوة افضلها ومن التسلیمات اکملها کہ ظهور اول است وحقيقة الحقائق است باں معنی کہ حقائق دیگر چه حقائق انبیاء کرام وچہ حقائق ملائك عظام علیه الصلوة والسلام کا اظلال اندمر او واجل حقائق است قال اول ما خلق الله نوری وقال علیه الصلوة والسلام خلقت من نور الله والمؤمنون من نوری-

-"হাক্বিক্বতে মুহাম্মদি (ﷺ) বিকাশের দিক দিয়ে সর্বপ্রথম এবং সকল হাক্বীক্বতের হাক্বিক্বত। সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (ﷺ) এবং সম্মানিত সকল ফিরিশতাগণ হুযুর (ﷺ) এর হাক্বিক্বতের নির্যাস। রাসূলে খোদা (ﷺ) বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা যা সৃষ্টি করেছেন তা হল 'আমারই নূর'। আরো বলেছেন যে, আমি আল্লাহর নূর হতে এবং সকল

৪ .ইমাম আলফেসানী (রহ.) এর দলিল এখানে আনার আমাদের উদ্দেশ্য তিনি আহলে হাদিস কিংবা দেওবন্দী ছিলেন তা নয়, বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল দেওবন্দীরা তাকে খুব সম্মান প্রদর্শন করে থাকে তার জন্যই এখানে তাঁর কিতাবের উদ্ধিতি দেয়া।

ঈমানদারগণ আমার নূর হতে সৃষ্টি।"[৫] রাসূল (ﷺ) আপাদ মস্তক নূর ছিলেন তাই তাঁর ছায়া ছিল না। এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদে আলফেসানি (রহমতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন-

ادرا صلی الله علیہ وسلم سایہ نبود در عالم شہادت سایہ ہر شخص از شخص لطیف ترست چون لطیف تر از وے صلی الله علیہ وسلم در عالم نباشد اورا سایہ چہ صورت دارد؟

-"হুযুর (ﷺ) এর ছায়া ছিল না, কারণ ইহ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির ছায়া তাঁর চেয়েও সুক্ষ্মতম হয়। যেহেতু হুযুর (ﷺ) অপেক্ষা সুক্ষ্মতম কোন বস্তু জগতে নেই, অতএব হুযুরের ছায়া কিরূপে হতে পারে ?"[৬]

২.দেওবন্দীদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর পিতা *আল্লামা শাহ আবদুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী* (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আনফাসে রহিমিয়াহ' তে এ বিষয়ে লিখেন-

از عرش تا بفرش وملائکۃ علوی و جنس سفلی ہمہ ناشی ازاں حقیقتہ محمدیہ صلی الله علیہ وسلم است وقول رسول مقبول اول ما خلق نوری وخلق الله من نوری وقول الله تعالی لو لاك لما خلقت الافلاك وقوله لولاك لما اظهرت الربوبیتی-

-"আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত উর্ধ্ব জগতের সকল নুরি ফেরেশতা, নিম্নজগতের সকল সৃষ্টি হাক্বীক্বতে মুহাম্মদিয়া থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী করিম ﷺ এর বাণী- সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর থেকেই সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় মাহবুব ﷺ কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন (হে মাহবুব ﷺ!) আপনি না হলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না এবং আপনি না হলে আমি আমার প্রভুত্ব প্রকাশ করতাম না।"[৭]

৩. ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম হাদিস বিশারদ এবং দেওবন্দী, আহলে হাদিস সকলের নিকট গ্রহনযোগ্য মুহাদ্দিস *আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী* (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় 'তাফসীরাতে এলাহিয়া' কিতাবের ১ম খন্ডের ২০৭ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নূরের হাদিসটি বর্ণনা করেন।[৮]

৪. দেওবন্দীরা যাকে অস্বীকার করলে তাদের হাদিসের সনদ হারিয়ে ফেলে যিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ছিলেন তিনি হচ্ছেন আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)। মুহাদ্দিস সাহবে স্বীয় সিরাত গ্রন্থ "মাদারিজুন নবুয়ত" এর দ্বিতীয় খন্ডের ২য় পৃষ্ঠায় রাসূল (ﷺ) এর সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করেন-

---

৫. মুজাদ্দেদে আলফেসানী : মকতুবাত শরীফ, ৩য় খন্ড : ২৩১ পৃ

৬ আল্লামা ইমাম মুজাদ্দেদে আলফেসানী : মাকতূবাত শরীফ : তৃতীয় খন্ড, ৯৩পৃ.

৭ আল্লামা শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী : আনফাসে রহিমিয়াহ : পৃ. ১৩

৮. এ হাদিসটি মূলত ইমাম আব্দুর রায্যাকের মুসান্নাফের হাদিস, তিনি এ হাদিসটি তাঁর কিতাব থেকে সংকলন করেছেন মাত্র। হাদিসটি আব্দুল হাই লাখনৌভির আলোচনায় ১৬ নং টিকায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

بدانك اول مخلوقات وواسطہ صدور کا ئنات وواسطہ خلق عالم وادم علیہ السلام نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ست چنانچہ حدیث در در صحیح دار دشدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری وسائر مکونات علوی وسفلی ازاں نور وازاں جوھر پاك پیدا شدہ۔

-"জেনে রেখো, সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং কুল মাখলুকাত তথা আদম সৃষ্টিরও একমাত্র মাধ্যম নূরে মুহাম্মদী ﷺ । কেননা "সহিহ" হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

اول ما خلق اللہ نوری

'আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন' এবং উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের সবই তাঁরই নূরে পাক ও মৌলিক সত্ত্বা থেকেই সৃষ্ট।"[৯] তিনি তাঁর কিতাবে সূরা আনআমের ১৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলেন-

اما اول وی صلی اللہ علیہ وسلم اولیت درایجاد کہ اول ما خلق اللہ نوری اولیت در نبوت کہ کنت اویست نبیا وادم منجدل فی طینۃ واول در عالم در روز میثاق الست بربکم قالوا بلی واول من امن باللہ وبذالك امرت وانا واول المسلمین۔

-"তিনি সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম। ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তাহলো আমারই নূর। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সর্বপ্রথম। অতপর ইরশাদ ফরমান, আমি নবী ছিলাম যখন আদম (আলাইহিস সালাম) মাটির সাথে গড়াগড়ি খাচ্ছিল (এর সৃষ্টি সম্পন্ন হয়নি)। তিনি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন আল্লাহর বাণী 'আমি কি তোমাদের রব নই?' এর বেলায় সর্বপ্রথম 'হ্যা' বলে সম্মানিত উত্তরদাতা। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান স্থাপনকারী।"[১০] রাসূল ﷺ আপাদ মস্তক নূর ছিলেন তাই তাঁর ছায়া ছিল না। এ প্রসঙ্গে শায়খুল মুহাদ্দিসীন হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

ونبود مر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را سایہ در آفتاب نہ در قمر

-"নূরে মুজাস্সাম (ﷺ) এর ছায়া সূর্যের আলোতে ও ছিলো না, চাঁদের আলোতেও ছিলো না।"[১১]

২.ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহ· (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত. ১২৩৯হি.) সমস্ত দেওবন্দী আলেমরা তাকে শ্রদ্ধা করে থাকে। অধিকাংশ বাংলাদেশের শাজরায় যার নাম রয়েছে। তিনি স্বীয় "তাফসীরে আযিযী"তে বলেন,.

در عالم ارواح اول کسے کہ پیدا شد ایشاں بودند۔

---

৯ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারেজুন নবুয়্যাত : ২/২ পৃ.

১০ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী : মাদারেজুন নবুওয়াত : ১/৬ পৃ

১১ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারিজুন্নবুওয়াত, ১/৪৩ পৃ.

-"রূহ জগতে (আলমে আরওয়াহে) সর্বপ্রথম যাকে সৃষ্টি করা হয়, তিনি হচ্ছেন রাসূল ﷺ ।"[১২] রাসূল ﷺ আপাদ মস্তক নূর ছিলেন তাই তাঁর ছায়া ছিল না। এ প্রসঙ্গে শাহ্ সাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

سایہ ایشاں بر زمین نمی افتاد

-"হুযুর ﷺ এর ছায়া যমিনে পড়তো না।"[১৩]

২. এ বিষয়ে দেওবন্দী আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

ক. এখন দেওবন্দীদের পীরানে পীর যাকে অস্বীকার করলে তাদের পীরানী শেষ। *হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর আক্বিদা তুলে ধরবো।

رہایہ اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہو تے ہیں اسی اعتقاد کو کفر و شرك کہنا حد سے بڑھنا کیوں کہ یہ امر ممکن عقلا ونقلا بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی و ہوتاہے

-"এ আক্বীদা ও বিশ্বাস রাখা যে, মিলাদ মাহফিলে হুযুর পুরনুর ﷺ উপস্থিত হন, এটা 'কুফর' বা 'শিরক' নয়, বরং এমন বলা সীমা লঙ্ঘন ছাড়া কিছুই নয়। কেননা এ বিষয়টি যুক্তিভিত্তিক ও শরীয়তের দলীলের আলোকে সম্ভব। এমনকি অনেকক্ষেত্রে বাস্তবে তা ঘটেও থাকে।"[১৪] দেখুন নবিজির নূর হওয়ার কারণে তিনি তাঁর নামের সাথে 'নূরে মুহাম্মদী' শব্দটিই ব্যবহার করতেন সব সময়। তার লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ "কুল্লিয়াতে এমদাদিয়ার ২২২ ও ২২৩ পৃষ্ঠায় (যা মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ হতে প্রকাশিত) কাব্যের মাধ্যমে নবীজিকে একাধিক স্থানে নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) শব্দ লিখেছেন।

খ. রাসূল ﷺ 'র সৃষ্টি প্রসঙ্গে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী'র দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

দেওবন্দী সকল আলেমদের অন্যতম মান্যবড় হলেন রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী। তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস মেওয়াতি সাহেব তার মালফুজাতে বলেন-"তিনি যামানার কুতুব ও মুজাদ্দেদ ছিলেন।" (মালফুজাত-১৪৭)

এবার আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো এত বড় দেওবন্দী মুজাদ্দেদ রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টির বিষয়ে কি বলেন।

حق تعالی در شان حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ نزد شما از طرف حق تعالی نور وکتاب مبین ومراد از نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نیز فرمود کہ اے نبی ترا شاہد مبشر و نذیر وداعی الی اللہ وسراج منیر فرستادہ ایم ومنیر روشن کنندہ ونور دہندہ را گویند پس اگر کسے را روشن کردن از انساناں محال بودے آن ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم را ہم ایں امر میسر نیامد کہ ا ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم از جملہ اولاد آدم علیہ السلام اند مگر آں

---

১২ শাহ আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী : তাফসীরে আযিযী (শেষ জিলদ) : ৩০ পারা : পৃ-২১৯

১৩ শায়খ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী : তাফসীরে আযীযী, সূরা ওয়াদ্দোহা ঃ ৩/৩১২পৃ,

১৪. আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : কুল্লীয়াতে এমদাদীয়া, পৃ : ১০৩ মাকতুবাতে থানবী, দেওবন্দ, ভারত।

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود را چناں مطہر فرمود کہ نور خالص گشتند وحق تعالی ان جناب سلامہ علیہ را نور فرمود وبہ تواتر ثابت شد کہ آں حضرت عالی سایہ نہ داشتند ظاہر است کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل می دارند۔

-"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিব (ﷺ) এর শানে ফরমায়েছেন, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।[১৫] এ আয়াতের নূর দ্বারা হাবিবে খোদা ﷺ এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, হে নবী ﷺ! আমি তো আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ (সিরাজে মুনীর) রূপে পাঠিয়েছি। আর 'মুনীর' উজ্জ্বলকারী ও আলোকদাতাকে বলে। সুতরাং মানুষের মধ্যে কাউকে উজ্জ্বল করা যদি অসম্ভব হতো তাহলে হযরত ﷺ এর পবিত্র সত্তার অন্তর্গত কিন্তু তিনি ﷺ তাঁর মোবারক সত্তাকে এমনভাবে পবিত্র করেছেন যে, তিনি নিখুঁত নূরে পরিণত হন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নূর ফরমায়েছেন। আর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ এর ছায়া ছিল না এবং এটাও প্রকাশ্যমান যে, নূর ব্যতীত সমুদয় জড় দেহের ছায়া থাকে।"[১৬]

গাঙ্গুহী সাহেবের এ বক্তব্যে যা বুঝায় ঃ

১.কুরআনুল কারীমের সুরা মায়েদার ১৫ নং আয়াত

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

-"তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে এসেছে এক মহান নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব।" এ আয়াতের নূর দ্বারা রাসূল (ﷺ)'র নূরাণী সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে। এটি শুধু তার ব্যাখ্যা নয়; বরং পূর্বসূরি সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী এ রকমই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মুফাস্‌সির কুল সম্রাট, বিশিষ্ট সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) স্বীয় উল্লেখযোগ্য তাফসীর "তানভিরুল মিকীয়াস ফী তাফসীরে ইবনে আব্বাসে" উল্লেখ করেন-

{قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ} رَسُول يَعْنِي مُحَمَّدًا {وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} بالحلال وَالْحرَام -

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এই নূরের মর্মার্থ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর নুর এবং প্রকাশ্য কিতাব দ্বারা হালাল ও হারাম কে বুঝানো হয়েছে।"[১৭]

ইমাম কুরতুবী আল-মালেকী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত.৬৭১হি.} স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেন,

---

১৫ .সুরা মায়েদা আয়াত নং.১৫

১৬ . মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী : ইমদাদুস সুলূক, পৃ-৮৫, কুতুবখানায়ে এশায়াতুল উলূম, মুহাল্লা মুফতি, সাহারানপুর, ভারত, প্রকাশসাল বিহীন।

১৭ . সংকলনে ফিরযাবাদি, তানভিরুল মিকীয়াস ফী তাফসীরে ইবনে আব্বাস : ১/৯০.পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৪হি.

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ: وَقِيلَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ الزَّجَّاجِ.

-"তোমাদের নিকট আল্লাহ্ হতে এসেছে এক নূর, অনেকে বলেছে উক্ত নুর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নুর কেই উদ্দেশ্য, যেমনটি তাবে-তাবেয়ী ইমাম যুজায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন।"[১৮]

উক্ত আয়াত সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত হাদিস সমালোচক ও তাফসীরকারক ইমাম আবুল ফারাহ্ আব্দুর রহমান যওজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত.৫৯৭হি.} বলেন-

قوله تعالى قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نورٌ قال قتادة : يعني بالنور: النبي محمّدا صلّى الله عليه وسلّم.

-"আল্লাহর বাণী : তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে "নূর" এসেছে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, উক্ত নূরের মর্মার্থ হল নূর নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নূরাণী সত্ত্বা।"[১৯] বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস যার এ তাফসীর কওমী, আলীয়া সমস্ত মাদ্রাসায় পড়ানো হয় তিনি হচ্ছেন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত ৯১১হিজরী.} তিনি এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন-

{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُور} هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَكِتَاب} قُرْآن

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে, সেই নূর হলেন নবী করীম (ﷺ)।"[২০] পৃথিবীর বিখ্যাত ৬০টিরও বেশী তাফসীরে এ আয়াত শরীফের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন; তা জানতে আপনারা আমার লিখিত **"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'** ১ম খ-ের ২৯৩-৩০৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

২. দ্বিতীয়ত তার বক্তব্যে প্রমাণ হয় রাসূল (ﷺ) এর দেহ মোবারক নূরের তৈরী ছিল।

৩. নূরের তৈরী ছিলেন বলেই তার দেহের কোন ছায়া ছিল না।

৪. আর তাঁর ছায়া না থাকার কারণও তিনি বর্ণনা করেছেন এই যে, নূর ব্যতীত সকল দেহের ছায়া থাকে।

অথচ বর্তমান দেওবন্দী দাবিদাররা এ সব অবিরাম অস্বীকার করেই চলছে। আর আমরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের লোকেরা বললেই কাফির হয়ে যাই। সম্মানিত পাঠকমহলের কাছে জিজ্ঞাসা যে, বর্তমান সে সব দেওবন্দীদের দৃষ্টিতে তাদেরও পূর্বসূরীগণ গাঙ্গুহী কী মুসলমান! না কাফের!

ঙখ.রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর সুপ্রসিদ্ধ ফাত্ওয়ার কিতাব 'ফাত্ওয়ায়ে রশিদিয়াহ'। দেখুন! সেখানে তিনি রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টির বিষয়ে কী লিখেছেন। একজন প্রশ্ন করেন-

---

১৮ .কুরতুবী, তাফসীরে আহকামুল কুরআন, ৬/১১৮পৃ., দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর, তৃতীয় প্রকাশ. ১৩৮৪হি.

১৯ .ইমাম যওজী : যা'দুল মাইসীর ফি উলূমুত তাফসীর : ২/৩৬১ পৃ. মাকতুবায়ে ইসলামিয়া, বয়রুত, ।

২০ .ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : তাফসীরে জালালাইন : ১/১০১ পৃ:

سوال: اول ما خلق الله نوری اور لولاك لما خلقت الافلاك یہ دونوں حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں یا وضعی ؟ کو وضعی بلاتا ہے۔

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা যা সৃষ্টি করেছেন, তা হল আমার নূর এবং আপনাকে সৃষ্টি না করলে আসমানসমূহ এবং যমীন কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। এ মর্মে বর্ণিত হাদিসগুলো বিশুদ্ধ, নাকি জাল, যায়েদ নামক ব্যক্তি এগুলো কে জাল বলছে। এ প্রশ্নের উত্তরে গাঙ্গুহী সাহেব বলেন,

جواب: یہ حدیثیں کتب صحاح میں موجود نہیں ہیں – مگر شیخ عبد الحق رحمة الله نے اول ما خلق الله نوری کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی کچہ اصل ہے فقط و الله تعالی اعلم۔

-"এ হাদিসগুলো সিহাহ (ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব) এর মধ্যে নেই। কিন্তু, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) "সর্বপ্রথম রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারক সৃষ্টি করা হয়েছে" উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, এ হাদিসটির ভিত্তি আছে।"[২১] বুঝা গেল 'সর্ব প্রথম সৃষ্টি নবিজির নূর মোবারক' এ হাদিসটির ভিত্তি আছে বলেই নিজে এবং শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কওল দিয়ে দৃঢ়ভাবে গাঙ্গুহী সাহেব লিখেছেন। ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সর্ব নবীজির নূর সৃষ্টি হাদিসটি সহিহ। তার পাশাপাশি আল্লামা ইমাম আবদুল গণী নাবলুসী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত জাবের (রাঃ) এর সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন,

قد خلق کل شئ من نوره صلی الله علیه وسلم کما ورد به الحدیث الصحیح-

-"রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারক থেকে সব কিছু সৃষ্টি। উক্ত বর্ণিত হাদিসটির সনদ সহিহ।"[২২] বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম যওজী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় "বয়ানুল মিলাদুন্নবী"-তে হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেন,

اول ما خلق الله نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات-

-"রাসূল (ﷺ) এর বাণী : সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন, আর আমার নূর হতে কুল কায়িনাত সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।"[২৩]

গ.শুধু তাই নয়, এমদাদুস সুলুক কিতাবে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী আরও লিখেছেন-

حضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالی نے مجھکو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور مؤمنین کو میرے نور سے پیدا۔

---

২১ .রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে রশিদিয়া : ১/২৭৮পৃ. মাকতাবায়ে থানবী, সাহারানপুর, ভারত, প্রকাশ. সালবিহীন।

২২ ইমাম আব্দুল গনী নাবলুসী, হাদীকাতুল নাদিয়া :২/৩৭৫ পৃ. মাতবাতে মাকতবায়ে নূরীয়াহ, ফয়সালাবাদ।

.৩ আল্লামা ইমাম ইবনে যাওজী : বায়ানুল মিলাদু..রী : ২২ পৃ. তুরস্কের ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত।

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, হক তা'য়ালা তাঁর নূর হতে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর সমস্ত মু'মিনগণ কে আমার নূর হতে সৃষ্টি করেছেন।"[২৪] আমরা যদি কেউ রাসূল (ﷺ) কে আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি বলি তাহলে সকল দেওবন্দীরা ঐকজোট হয়ে আমাদেরকে মুশরিক ফতোয়া দিয়ে থাকে; কিন্তু এখন এ সম্প্রদায়ের কাছে আমার প্রশ্ন হল যে গাঙ্গুহী সাহেব কী হবেন?

এ হাদিসটির কোনো সনদ গাঙ্গুহী সাহেব না দিলেও হাদিসটির সনদ আমরা জানি। ইমাম দায়লামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত: ৫০৯ হিজরী) তিনি গাঙ্গুহী সাহেবের বক্তব্যের সমর্থনে সনদসহ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ; রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

إن الله عز وَجل خلقني من نوره وَخلق أَبَا بكر من نوري وَخلق عمر من نور أبي بكر وَخلق الْمُؤمنِينَ كلهم من نور عمر غير النَّبِيين وَالْمُرْسلِينَ -

-"আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর (ফয়েযের নুর) থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবু বকরকে আমার নূর থেকে, উমরকে আবু বকরের নূর থেকে এবং নবী রাসূল ব্যতীত মু'মিনগণের সকলকেই উমরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[২৫] ইমাম কুরতুবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত.৬৭১হি.} উক্ত হাদিসটির তৃতীয় একটি সূত্র বর্ণনা করেছেন-

وَذَكَرَ الثَّعْلَبِيُّ: وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَنِي مِنْ نُورٍ وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُورِي وَخَلَقَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مِنْ نُورِ أَبِي بَكْرٍ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّتِي مِنْ نُورِ عُمَرَ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ نُورِ عَائِشَةَ-

-"ইমাম ছালাভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'তাফসীরে' উল্লেখ করেন হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসুল (ﷺ) তাঁর নূরাণী জবানে ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তাঁর নূর (ফয়যের নূর) থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, হযরত উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে আবু বকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর সমস্ত মু'মিনদেরকে উমরের নূর হতে আর সমস্ত মু'মিনা নারীদেরকে হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[২৬] আমরা গবেষণা করে ইমাম ছালাভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত.৪২৭হি.) তার 'তাফসীরে ছালাভী' তে হাদিসটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সনদটি হলো-

---

২৪ . মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী : ইমদাদুস সুলূক, পৃ-৮৫, কুতুবখানায়ে এশায়াতুল উলূম, মুহাল্লা মুফতি, সাহারানপুর, ভারত, প্রকাশ. সালবিহীন।

২৫ .ইমাম দায়লামী : আল-মুসনাদিল ফিরদাউস : ১/১৭১ পৃ.হাদিস নং.৬৪০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৬ হিজরী.

২৬ .ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ১২/২৮৬ পৃ.সুরা নুর, আয়াত, ৩৫ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ।

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم العدل قال: حدّثنا أبو الحسين محمد بن منصور الواعظ قال: حدّثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد قال: حدّثنا محمد ابن يونس الكديمي قال: حدّثنا عبيد الله بن عائشة قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم.....

-"আমাকে আবু উসমান সাঈদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন তাকে.....হাম্মাদ বিন সালমা তাকে তাবেয়ী সাবিত বেনানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি হযরত আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন..... ।"[২৭]

তাহলে আমি চলমান দেওবন্দীদেরকে বলবো যে, তাহলে তোমাদের গাঙ্গুহী সাহেব কে আপনারা কিভাবে মুসলমান করবেন?

☞৩. দেওবন্দীদের মান্যবর আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌভির দৃষ্টিতে ঃ

দেওবন্দী সকল লিখকগন আরেকজন লেখকের দলিল বেশ মান্য করেন, তিনি আল্লামা আব্দুল হাই লানৌভী (১৩০৪হি.)। তিনি রাসূল (ﷺ) নুরের সৃষ্টি সে সর্ম্পকে তার লিখিত 'আসারুল মারফূ'আ'র ৪২ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। খুবই সুন্দর করে ইমাম আবদুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র সূত্রে সংকলন এভাবে করেছেন-

هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَةِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ قَبْلَ الأَشْيَاءِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ! إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورِ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلا قَلَمٌ وَلا جَنَّةٌ وَلا نَارٌ وَلا مَلَكٌ وِلا سماءٌ وَلا أَرْضٌ وَلا شَمْسٌ وَلا قَمَرٌ وَلا جِنِّيٌ وَلا إِنْسٌ.

-"এটা প্রকাশ্য বর্ণনা ইমাম আবদুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে হাদিসটি হযরত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সংকলন করেছেন যে, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমাকে বলুন, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? হুযুর (ﷺ) ফরমালেন, হে যাবের! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর পূর্বে তাঁর নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর খোদায়ী কুদরতে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ভ্রমণ করতে থাকে। তখন লওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, দানব, মানব কিছুই ছিল না..... ।"[২৮] পাঠকবৃন্দ! আপনারা গভীরভাবে লক্ষ্য করুন! যে তিনি রাসূল (ﷺ) কে

---

২৭ .ক. ইমাম ছালাভী, তাফসীরে ছালাভী, ৭/১১১পৃ. সুরা নুর,৩৫, দারুল ইহউয়াউত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

২৮ . আব্দুল হাই লাখনৌভি, আছারুল মারফূ'আ, ৪২ পৃষ্ঠা, মাকতুবাতুল শারকুল জাদীদ, বাগদাদ, ইরাক, প্রকাশ. যা এখন মাকতুবাতুল শামেলাতেও পাওয়া যায়।

নূরের সৃষ্টি মনে করেই এ হাদিসটি বিস্তারিত করে সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। আজ দেওবন্দীরা এগুলো গোপন করে কত বড় মুনাফিকের পরিচয় এবং সত্য গোপনকারীর পরিচয় দিচ্ছেন? এ হাদিসটির সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* ১ম খ-এর ৩৪৩-৩৭১ পৃষ্ঠা দেখুন। তিনি তার এ গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন-

أن نور مُحَمَّد خُلِقَ مِنْ نُورِ اللّٰه

-"নিশ্চয় নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) কে আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২৯] তবে নবীজি আল্লাহর কেমন নূর সে প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যাও উল্লেখ করেন এভাবে-

قَالَ الزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِه مِنْ نُورِه إضَافَةَ تَشْرِيف

-"ইমাম জুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ হাদিসের তাঁর নূর হতে এর ব্যাখ্যায় বলেন এটি সম্মানের জন্য আল্লাহর দিকে নবীজি নিজের নূরকে নিসবত করেছেন।"[৩০] নবীজি নূরের সৃষ্টি প্রমাণে তিনি দীর্ঘ এক পৃষ্ঠা হতেও বেশী আলোকপাত করেছেন। তবে যারা চোখ থেকেও অন্ধ তাদেরকে তো দেখানো সম্ভব নয়।

☞৪.রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী'র দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

দেওবন্দের ওলামাগণ যাকে হাকিমুল উম্মত উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন তিনি হলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (মৃত.১৩৬২হি.)। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব এর অন্যতম সিরাত গ্রন্থ *"নশরুত্তীব ফি যিকরেন্নাবিয়িল হাবিব"* এর ২৫ পৃষ্ঠায় রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি মর্মে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।[৩১] তিনি এ অধ্যায়ে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত ইতিপূর্বের আব্দুল হাই লাখনৌভির বর্ণনায় যে হাদিসটি বর্ণনা করেছি সেটি হুবহু উর্দুতে বর্ণনা করেছেন। তারপরও আমি প্রথম অংশটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

তিনি প্রথমে যে অধ্যায়টি রচনা করেছেন তা হলো-

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میے

-"নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা।"[৩২]

তারপর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব হযরত যাবের (رضي الله عنه) এর হাদিসটি এভাবে বর্ণনা শুরু করেন-

پہلی روایت: حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرما تے ہیے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر

---

২৯. আব্দুল হাই লাখনৌভি, আছারুল মারফূ'আ, ৪২ পৃষ্ঠা. প্রাগুক্ত. ।

৩০. আব্দুল হাই লাখনৌভি, আছারুল মারফূ'আ, ৪২ পৃষ্ঠা. প্রাগুক্ত. ।

৩১. আশরাফ আলী থানবী, নশরুত্তীব ফি যিকরেন্নাবিয়েল হাবিব, ২৫ পৃষ্ঠা, মারকাযে মা'রিফ হাকিমুল উম্মত, বায়তুশ শরফ, থানাভবন, মুজাফ্ফার নগর, ইউপি, ভারত।

৩২. আশরাফ আলী থানবী, নশরুত্তীব ফি যিকরেন্নাবিয়েল হাবিব, ২৫ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.।

قربان ہوں مجھے بتایئے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزں و سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جابر ! اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا-

-" হযরত প্রথম বর্ণনা ঃ যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ। আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? হুযুর (ﷺ) ফরমালেন, হে যাবের! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর পূর্বে তাঁর নূরের ফয়েয হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন....।"[৩৩]

হযরত যাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করে তিনি এর ব্যাখ্যায় লিখেন-

اس حدیث سے نور محمدی کا حقیقۃ سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوا- کیونکہ جن چیزوں کی بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محمدی کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ھوتا ہے -

-"এ হাদিস {ইমাম আব্দুর রায্‌যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত} দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত। কেননা যেসব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম সৃষ্টি বলে হাদীসে বর্ণনায় এসেছে। ওইসব সৃষ্টি 'নূরে মুহাম্মদী' থেকে পরে সৃষ্টি হবার বিষয়টি আলোচ্য হাদিস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।"[৩৪]

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তার এ গ্রন্থে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেন-

پانچویں روایت: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آدم علیہ وسلم کے پیدا ہو نے سے پودہ ہزار سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور رکھاتہا-

-"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত নিশ্চয়ই নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আমি আদম (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি হওয়ার চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমার প্রতিপালকের সমীপে নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।"[৩৫] এ হাদিসটি থানবী সাহেবই শুধু নয় বরং অনেক বিখ্যাত ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন-

عن علي الحسين عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام-

-"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আমি আদম (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি হওয়ার চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমার প্রতিপালকের সমীপে নূর

---

৩৩. আশরাফ আলী থানবী, নশরুত্তীব ফি যিকরেন্নাবিয়্যেল হাবিব, ২৫ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.।

৩৪. আশরাফ আলী থানবী, নশরুত্তীব ফি যিকরেন্নাবিয়্যেল হাবিব, ২৫ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত।

৩৫. আশরাফ আলী থানবী, নশরুত্তীব ফি যিকরেন্নাবিয়্যেল হাবিব, ২৬ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত।

হিসেব বিদ্যমান ছিলাম।"[৩৬] এ হাদিসটির সমর্থনে আর শক্তিশালী সহিহ সনদে আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে। যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন-

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُنَّا أَنَا وَعَلِيٌّ نُورًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ

-"হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল () ইরশাদ করেন আমি ও মাওলা আলী (রাঃ) হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে মহান রবের সমীপে নূর ছিলাম।"[৩৭]

তিনি তার লিখা আরেকটি গ্রন্থে লিখেছেন-

یہ بات مشہورہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیے تہا اسلئہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرچا نور ہے نور تہے-

-"এ কথা প্রসিদ্ধ যে, আমাদের হুযুর (ﷺ) এর ছায়া ছিল না। (কারণ) আমাদের হুজুর (ﷺ) এর আপাদমস্তক নূরানী ছিলেন। হুযুর (ﷺ) এর মধ্যে নামমাত্রও অন্ধকার ছিল না। কেননা ছায়ার জন্য অন্ধকার অপরিহার্য।"[৩৮] দেওবন্দের এই হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার লিখিত অপর আরেকটি গ্রন্থ "ছালজুছ সুদুর" এ লিখেন-

نبی خود نور اور قران ملا نور- نہ ہو بیہ ملکی کیون نور علی نور

-"হুযুর (ﷺ) নিজেই স্বয়ং নূর এবং কোরআন শরীফ নামক নূরেরও অধিকারী। সুতরাং উভয় মিলে কেন নূরুন আ'লা নূর অর্থাৎ নূরের উপর নূর হবেন না?"

☞৫. রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ে মাওলানা কাসেম নানুতবী'র দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

মাওলানা কাসেম নানুতবী হচ্ছেন দেওবন্দী আকাবিরদের অন্যতম।[৩৯] তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাও বটে। নানুতবী সাহেবও এক পর্যায়ে এ ফাতওয়ার আওতায় এসে আটকা পড়েন। তিনি তার প্রসিদ্ধ 'ক্বাসা-ইদে ক্বাসেমী'র ৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-

کہاں وہ رتبہ کہاں وہ عقل نار سا اپنی

---

৩৬. ক. ইমাম ইবনে কাত্তান : কিতাবুল আহকাম : ১/১৪২ পৃ.ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৭৪ পৃ. মাকতবায়ে ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১/৯৫ পৃ. মাকতবায়ে ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, ইমাম বুরহানুদ্দিন হালবী : সিরাতে হালবীয়া : ১/৩০ পৃ.ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৭ পৃ. হাদিস : ৮২৬, ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা: ২/১৭০ পৃ., ইমাম শফী উকাড়ভী : যিকরে হাসীন : ৩০ পৃ., ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ২/৪০২ দারুল ফিকর ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : আনওয়ারে মুহাম্মাদিয়া : ২৮ পৃ. ইমাম দিয়ার বকরী : তারীখুল খামীস, ১/৩৫পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩৭ .ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়েলুস সাহাবা, ২/৬৬২পৃ. হাদিস ঃ ১১৩০, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩হি. সনদটি সহিহ।

৩৮ .মাওলানা আশরাফ আলী থানবী : শুকরুন নিমাতির বিযিকরি রাহমানির রাহমাতি, পৃ-৩৯

৩৯ .তিনি দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতা করার বিষয়ে সমস্ত কওমী আলেমদের কাছে এ মতইটিই স্বীকৃত।

کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدۂ زار

-"কোথায় ওই উঁচু মর্যাদা? কোথায় ওই নিজের অপূর্ব বিবেক? কোথায় ওই খোদার নূর, আর কোথায় সে অশ্রু সজল চোখ?"[৪০]

☞৬. রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ে দেওবন্দের মাদরাসার শাইখুল হাদিস মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী'র দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

দেওবন্দের অন্যতম শায়খুল হাদিস হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব স্বীয় গ্রন্থ "আস্-শিহাবুস সাকিব" এর ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন-

غرضیکہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التحیۃ واسطہ جملہ کمالات عالم عالمیان ہے یہ ھی معنی لولاك لما خلقت الافلاك اور اول ما خلق اللہ نوری اور انا نبی الانبیاء کے ہیں -

-"মোট কথা হলো সমস্ত কায়েনাত বা আলম হাকীকতে মুহাম্মদী তথা নূরে মুহাম্মদী থেকে সৃষ্ট। যেমন হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, যদি আপনি না হতেন তবে আমি সকল আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। রাসূল (ﷺ) এর বাণী : মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন এবং আরও বলেন, আমি নবীদেরও নবী।"[৪১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! রাসূল (ﷺ)'র নূর সম্পর্কে আমরা নতুন করে বলার অবকাশ রাখে না কী চমৎকার করে বলে দিলেন দেওবন্দের মুহতারাম শায়খুল হাদিস!

☞৮. রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ে মাওলানা মুফতি শফি'র দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

মুফতি শফি সাহেব দেওবন্দী (মৃত.১৩৯৬ হিজরী.) আকাবেরদের অন্যতম। তিনি দেওবন্দী আলেমদের মধ্যে একদিকে তিনি মুফাস্সির, অপরদিকে ফকিহও ছিলেন। তার লিখিত প্রসিদ্ধ একটি কোরআনের তাফসির রয়েছে, যার নাম তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেওবন্দীদের নিকট কোনো বিষয়ে এ তাফসির হতে দলিল দিলে অন্য গ্রহনযোগ্য প্রসিদ্ধ কিতাবে কোথাও থাকলেও তারা অন্য তাফসীরের দলিল দেখতে চায় না। আমরা এখন এ তাফসীর গ্রন্থে রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ে কি লিখেছেন তা দেখবো। সূরা আন'আমের ১৬৩ নং আয়াতের ব্যখ্যা করতে গিয়ে তিনি এক পর্যায়ে-

اور پہلا مسلمان ہونے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارك پیدا کیاگیا ہے اس کے بعد تمام آسمان وزمین اور مخلوقات وجود میں آے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری -(روح المعانی)

---

৪০ .তথ্য সূত্র ঃ যিয়াউল্লাহ কাদেরী, ওহাবী মাযহাবের হাকীকতে, ৬৪২পৃ.

৪১ .ক. মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী : শিহাবুস সাকীব : ৫০ পৃ. কুতুবখানায়ে রহিমিয়্যাহ, সাহারানপুর, ভারত, মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী : রিসালায়ে নূর : ২২ পৃ. মাকতুবায়ে গাউসিয়া, করাচি।

-"প্রথম মুসলমান বলতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলে করীম (ﷺ) এর নূর মোবারক সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর সকল আসমান যমিন এবং সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। (তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী)"[৪২]

উক্ত তাফসীর বাংলায় অনুবাদ করে সৌদি সরকার ফ্রি দিয়েছিলেন। এ গ্রন্থটি বাংলায় রুপকার করেন মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন। বাংলা (বিনামূল্যে দেয়া) মা'রিফুল কোরআনের ৪২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন হুবহু এরকম বর্ণনা পাবেন। ইনশাআল্লাহ আমাদের আক্বিদা হলো নবি পাক (দ.) নূরের বাশার ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মুফতি শফি তার উক্ত তাফসিরে সুরা আত্-তাগাবুনের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় শুরুতেই লিখেন- *"রসূল (ﷺ) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও।"*[৪৩]

☞৯. ভারতীয় উপমহাদেশের ওহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা *শাহ ইসমাঈল দেহলভী সাহেব* তার লিখা 'রেসালায়ে একরোজী' পৃষ্ঠা নং ১১ এ হযরত যাবের (ﷺ) এর হাদিসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

☞১০. রাসূল (ﷺ)'র নূর বিষয়ে দেওবন্দী শাইখুল হাদিস *মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী* এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

শাব্বির আহমদ উসমানী তিনি ওলামায়ে দেওবন্দের সুপ্রসিদ্ধ আলেম। তিনি নিজে কুরআনের একটি তাফসীর গ্রন্থও লিখেছেন। তার তাফসিরে সে বলে-

عموما مفسرین وانا اول المسلمین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمد یہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین لیکن جب جامع ترمذی کی حدیث "کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد" کے موافق آپ اولا الانبیاء ہیں تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے –

-"সাধারণত মুফাসসিরগণ "আমি সর্বপ্রথম মুসলিম" এর ব্যাখ্যা এভাবেই করে থাকেন যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার তুলনায় সর্বপ্রথম মুসলিম। কিন্তু জামে তিরমিযীর হাদিস "আমি তখন নবি ছিলাম, যখন আদম রূহ ও দেহের মাঝামাঝি অবস্থানে ছিলেন।" (অর্থাৎ- তাঁর সৃষ্টি হয়নি) এর আলোকে যেহেতু তিনি সর্বপ্রথম নবী, অতএব, তিনি মৌলিক অর্থে সর্বপ্রথম মুসলিম হওয়াতে কি সন্দেহ থাকতে পারে? (অর্থাৎ- তিনি নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম মুসলিম)"[৪৪] এই তাফসীরে সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

---

৪২. মুফতী শফি : তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন : ৩/৫১০ পৃ. ইদারাতুন মা'আরিফ, করাচী, পাকিস্তান।

৪৩. মুফতি শফি, মা'রিফুল কোরআন, ১৩৭৭পৃ. সৌদি হতে বিনা মূল্যে দেয়া (মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন অনুবাদিত)।

৪৪. মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী : তরজুমানুল কোরআন : পাদটিকা মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী : পাদটিকা ২, পৃ-১০৪

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) شاید نوری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے قران کریم مراد۔

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব এসেছে। এখানে এ আয়াতে নূর দ্বারা স্বয়ং হুযুর (ﷺ) কে উদ্দেশ্য এবং কিতাবুম মুবিন দ্বারা পবিত্র কুরআনুল কারিম কে উদ্দেশ্য।"[৪৫]

☞১১. রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ে দেওবন্দের শাইখুল হাদিস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী'র দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

তিনি হচ্ছেন দেওবন্দী আলেমদের তালিকার শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। তিনি বুখারী শরিফসহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবের শরাহ করেছেন। আমরা এখন অনুসন্ধান করে দেখবো যে তিনি নবিজী (ﷺ) এর সৃষ্টি বিষয়ে কি বলেছেন। তিনি তার লিখিত "আক্বীদুল ইসলাম" গ্রন্থের ২১৯ পৃষ্ঠায় (যা মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ, ভারত হতে প্রকাশিত) কাব্যের মাধ্যমে নবীজির প্রসংশায় লিখেন-

کاندرآنجا نور حق بود وبند دیگر حجاب
دید وبشنید آنچہ جزوی کس بنشنید وندید

-"ওই জায়গায় আল্লাহর নূর ছিলো, আর অন্যরা পর্দাবৃত। তাই দেখেছে ও শুনেছে। কিন্তু ওই নূর এমনই অনন্য যে, তা সম্পর্কে না কেউ শুনেছে, না তেমনি সুন্দর কেউ দেখেছে।"[৪৬] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কাশ্মীরী সাহেব নবীজি (ﷺ) কে আল্লাহর নূর বলে ঘোষনা দিলেন কাব্যের মাধ্যমে; আর আমরা বললেই মুশরিক! আল্লাহ চলমান দেওবন্দীদেরকে সঠিক বুঝ দান করুক। আমিন

☞১২. রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ে *মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী* সাহেব এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

কারামত আলী জৈনপুরী সৈয়দ আহমদ বেরলভী সিলসিলার অন্যতম তিনি খলিফাও ছিলেন। বর্তমানে উপমহাদেশে বেশ খুব পরিচিতি রয়েছে। **আমি তার এ বিষয়ের অভিমত এ জন্যই তুলে ধরলাম যে,** ফিতনাবাজ ওলীপুরীসহ অনেক দেওবন্দীরাই তাকে সম্মান করে তার নামের সাথে "রহমতুল্লাহি" শব্দটি বলে থাকেন। এমনকি চরমোনাই এর প্রধান পীর মাওলানা সৈয়দ এছহাক সাহেব তার ভেদে মা'রিফত বইসহ অনেক পুস্তকে তার কিতাবের দলিল গ্রহন করেছেন। এজন্যই মূলত তার কিতাবের অভিমত দেয়া। মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "বারাহেনে কাতেয়া ফি মওলিদে খাইরিল বারিয়াহ" এর ৫ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (رضي الله عنه) এর বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যার মূল ইবারত ও অনুবাদ আব্দুল হাই লাখনৌভির

---

৪৫. ছাব্বির আহমদ উসমানী, তাফসীরে উসমানী, ১/১৪২পৃ. সুরা মায়েদা, ১৫

৪৬. তথ্য সূত্র ঃ যিয়াউল্লাহ কাদেরী, ওহাবী মাযহাবের হাকিকত, পৃ.৬৪২পৃ.

আলোচনায় উল্লেখ করেছি, তাই দ্বিতীয় বার উল্লেখ করে কিতাব দীর্ঘায়িত করতে চাই না। শুধু তাই নয়, তিনি এ বিষয়ে আরও একটি হাদিস বর্ণনা করেন এভাবে-

ولما توفى آدم، كان شيث- عليه الصلاة والسلام- وصيًا على ولده، ثم أوصى شيث ولده بوصية آدم: ألايضع هذا النور إلا فى المطهرات من النساء، ولم تزل هذه الوصية جارية، تنقل من قرن إلى قرن، إلى أن أدى الله النور إلى عبد المطلب وولده عبد الله، وطهر الله سبحانه هذا النسب الشريف من سفاح الجاهلية،

-"হযরত আদম (ﷺ) যখন ওফাত বরণ করলেন তখন হযরত শীষ (ﷺ) কে নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) হিফাযতের ওসিয়ত করে যান। অতঃপর শীষ (ﷺ) এর ওসিয়ত ছিল এই সাবধান! এ পবিত্র নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) যেন পবিত্র নারীর মধ্যে রাখা হয়। হযরত আদম (ﷺ) এ ওসিয়ত এক যুগ থেকে দ্বিতীয় যুগ, দ্বিতীয় যুগ থেকে তৃতীয় যুগ এভাবে শেষ পর্যন্ত চলে আসছিল। কোন কালে বা কোন সময়ে বন্ধ ছিল না। অবশেষে মহান আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) কে খাজা আব্দুল মুত্তালিব ও তাঁর পুত্র খাজা আব্দুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছে দেন। মহান আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবের নূর মোবারক বা নসব শরীফকে জাহিলিয়্যাতের যিনা ও ব্যাভিচার থেকে পবিত্র রেখেছেন।" এ হাদিসটি শুধু কারামত আলী জৈনপুরীই নয় বরং বিখ্যাত মুহাদ্দিস যিনি সহিহ বুখারি শরিফের শরাহ করেছেন সেই ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তালানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) (যার ওফাত হলো ৯২৩ হিজরীতে) ও তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য সিরাত গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৪৭]

☞১৩.রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ে মাওলানা ইদরিস কান্দলভী'র দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

.দেওবন্দীদের অন্যতম শায়খুল হাদিস ইদরিস কান্দ্রলভী সাহেব "মাকামাত ফি হাদিসিয়্যাহর " ২৪১ পৃষ্ঠায় আবদুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর সূত্রে হযরত যাবের (ﷺ) এর বর্ণিত নূরের হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

☞১৪. পাকিস্তানের দেওবন্দী *মুহাদ্দিস সরফরায খাঁন সফদর* "নূর আওর বাশার" গ্রন্থের ৩২ (উর্দূ) পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (ﷺ)এর নূরের সৃষ্টির হাদিসটিকে বর্ণনা করে হাদিসের সত্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার মাথা ব্যথা হলো ইমাম বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র সম্মানিত দাদা উস্তাদ ইমাম আবদুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত. ২১১হিজরী.) তিনি নাকি শিয়া পন্থী। নাউযুবিল্লাহ!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা তার উপর এ মিথ্যা অভিযোগ খ-ন জানতে অধমের লিখিত হাদিস শাস্ত্রের উপর গবেষনামূলক গ্রন্থ *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* এর প্রথম খ-ের ৩৫৩-৩৫৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত দেখুন। আশা করি সঠিক বিষয়টি আপনাদের বোধগম্য হবে।

---

৪৭. ইমাম কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ১/৫৬পৃ. মাকতুবাতুত তাওফিকহিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর।

☞১৫. রাসূল (ﷺ) নূর হওয়া প্রসঙ্গে দেওবন্দের সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির এবং প্রসিদ্ধ মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

তার প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থ 'তাফসীরে মাজিদীতে' সুরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতের তাফসিরে লিখেন-*"নূরুন এর অর্থ হল মুহাম্মদ (ﷺ) এবং "কিতাবুম মুবিন" এর অর্থ হল ঐ কুরআন, যা নবী করীম (ﷺ) এর প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। (ইবনে জারীর)। বিখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম যুজায (রহ.) বলেন- নূর হল মুহাম্মদ (ﷺ), কিতাবুম মুবিন হল-আল-কুরআন, কেননা তা হুকুম আহকামকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে (কুরতুবী)।'*[৪৮]

☞১৬. ক.রাসূল (ﷺ) নূর হওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশের দেওবন্দী সুপ্রসিদ্ধ শাইখুল হাদিস *আজিজুল হক* যিনি অসংখ্য কওমী দেওবন্দী আলেমদের উস্তাদ। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কওমী দেওবন্দী পত্রিকা মাসিক 'আদর্শ নারীর' ২০১২ ঈসায়ীর জানুয়ারী তথা রবিউল আউয়ালের সংখ্যার "মহানবীর (সা.) অলৌকিক বিলাদাত" শিরোনামের ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-" *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিদায়াতের নূরে সারাবিশ্ব আলোকিত হবে, তাই তাঁর শুভাগমন লগ্নে এসব নূরের বিকাশ ছিল। নবীজী (সা.) নিজেই ঐ নূরের আকর-নূরে মুজাস্‌সাম।"* সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আজিজুল হক সাহেব খুব সুন্দর করেই রাসূল (ﷺ) কে নূরে মুজাস্‌সাম অর্থাৎ নবিজীর সমগ্র দেহ মোবারক নূরের তা বলে দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার ছাত্র এবং তার ছাত্রের ছাত্ররা আজ রাসূল (ﷺ) কে নূর বললেই আমাদেরকে কাফের মুশরিক ফাত্ওয়া দিতে শুরু করে। এখন তাদের সে ফাতওয়ায় তাদের পূর্বসূরী আকাবিরগণ কী হন? আপনারাই বলুন।

খ.শুধু তাই নয়, একই পৃষ্ঠায় সুরা মায়েদার ১৫ নং আয়াত উল্লেখ করে তিনি বলেন-*"আলোচ্য আয়াতে যে নূরের উল্লেখ আছে, সেই নূর হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।"* বর্তমানে তার নামধারী ছাত্ররা এ মতের বিরুদ্ধে এ আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তার বুখারী শরিফের অনুবাদ গ্রন্থের ৫ম খ-ের ৩ পৃষ্ঠায় (যা হামিদিয়া প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়েছে) হয়েছে অনূরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

☞১৭. রাসূল (ﷺ) নূর হওয়া প্রসঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের দেওবন্দী সুপ্রসিদ্ধ শাইখুল হাদিস *আল্লামা মুফতি মনসূরুল হক* যিনি অসংখ্য কওমী দেওবন্দী আলেমদের উস্তাদ। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কওমী দেওবন্দী পত্রিকা মাসিক 'আদর্শ নারীর' ২০১২ ঈসায়ীর জানুয়ারী তথা রবিউল আউয়ালের সংখ্যার "রাসূলুল্লাহ (সা.) সারা জাহানের জন্য রহমত" শিরোনামের ৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-*"এই ভূম-ল, নভোম-ল এবং এতদুভয়ের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি রাসূলে কারীম (সা.)-এর সৃষ্টির বরকতমা-ত। তাঁর নূরে রহমত পরশিত করেই এসব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ মহানবী (সা.) এর*

---

৪৮. আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদি, তাফসীরে মাজেদী, ২/৫০৯ পৃষ্ঠায় সূরা মায়েদা, আয়াত নং ১৫, হাশিয়া নং ৭" যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা হতে প্রকাশিত।

নূরকে সৃষ্টি করেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক) তারপর সেই নূরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সকল কিছু, তথা আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আলো-বাতাস, সমস্ত জীন-ইনসান এক কথায় সমগ্র জগতের সৃষ্টি হয়। (ইবনে আসাকির)" সম্মাণিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই লক্ষ করুন, মনসূরুল হক সাহেব কি সুন্দর করে নবিজির সৃষ্টি বর্ণনা দিলেন। আল্লাহ তার ছাত্রও অনুসারীদেরও হিদায়াত নসিব দান করুক।

☞১৮. ক.রাসূল (ﷺ) নূর হওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশের দেওবন্দী সুপ্রসিদ্ধ কোরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তাফসীর নুরুল কোরআনে'র সম্মানিত লেখক, মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.)'র ছাত্র ইমাম ও খতিব লালবাগ শাহী মসজিদ, সম্পাদক-মাসিক আল-বালাগ, তাফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, সদস্য, ইসলামিক ফাউ-শন বোর্ড অফ গর্ভর্ণরস, চেয়ারম্যান, তাফসীরে তাবারী প্রকল্প সম্পাদনা বোর্ড আল্লামা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম যিনি অসংখ্য কওমী দেওবন্দী আলেমদের উস্তাদ। তিনি তার তাফসীরে সুরা মায়েদার ১৫ নং আয়াত

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

-"তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে এসেছে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- *"আলোচ্য আয়াতে 'নূর' দ্বারা নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।"*[৪৯]

খ. তিনি এ আয়াতের অনুরুপ অভিমত পেশ করেন তার লিখা আরেকটি পুস্তকে। যেমন এ আয়াত উল্লেখ করে তিনি বলেন-*"এ আয়াতে "নূর" শব্দ দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর কিতাব দ্বারা পবিত্র কোরআনকে বোঝানো হয়েছে।"*[৫০]

তিনি একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে- *"মূলতঃ পবিত্র কোরআন যেমন নূর, তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও নূর।"*[৫১]

মওলানা আমিনুল ইসলাম তার "নূরে নবী (দ.)" কিতাবে রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি মর্মে 'নূরে মুহাম্মদী (দ.)' নামক একটি অধ্যায় তৈরী করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করলেন-*"এমনকি, সমগ্র সৃষ্টি-জগতের মধ্যে সর্ব প্রথম যাঁর সৃষ্টি তিনিই আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।"*[৫২]

তারপর তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত শুরু করেন। তিনি যা লিখেছেন তা হলো- *"ইমাম আবদুর রাজ্জাক তাঁর সনদ সহ হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে*

---

৪৯. আমিনুল ইসলাম, তাফসীর নূরুল কোরআন, ৬/১৬৭ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউ-শন, বাংলাদেশ।
৫০.মওলানা আমিনুল ইসলাম, নূরে নবী (দ.), প্রথম খ-, ৫ পৃষ্ঠা, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
৫১ .মওলানা আমিনুল ইসলাম, নূরে নবী (দ.), প্রথম খ-, (ভূমিকার ৫ পৃষ্ঠা) .প্রাগুক্ত.
৫২ .মওলানা আমিনুল ইসলাম, নূরে নবী (দ.), প্রথম খ-, ৫ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.

বর্ণনা করেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক, আমাকে বলুন, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হে যাবের ! আল্লাহ পাক সবকিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন.....দীর্ঘ হাদিস ।"[৫৩] এ হাদিসটি লিখে তিনি এ হাদিসটির ব্যাখ্যা তুলে ধরেন এভাবে-*"অর্থাৎ নূরে মোহাম্মাদীই হলো আল্লাহ পাকের সর্ব প্রথম সৃষ্টি, কেননা যে সব জিনেষের ব্যাপারে প্রথম সৃষ্টি হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়, সে সমস্ত সৃষ্টি যে নূরে মুহাম্মাদীর পর, তা এই হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় ।"* [৫৪]

☞১৯. বাংলাদেশের দেওবন্দী আলেম এবং মাসিক 'আল-মদিনা' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

অন্যতম আশেকে রাসূল (ﷺ) আল্লামা মোল্লা আবদুর রহমান জামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সিরাত গ্রন্থ "শাওয়াহিদুন নবুয়ত" যার বাংলা অনুবাদ করেছেন দেওবন্দী আলেম মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, মদিনা পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার থেকে। তিনি এ কিতাবটি অনুবাদ করতে গিয়ে এ কিতাবের এর ১৫ পৃষ্ঠায় ভূমিকায় হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

اول ما خلق الله نورى-"আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন ।"[৫৫]

☞২০. দেওবন্দী আলেম মাওলানা *আবদুল কাদের দেহলভীর* দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

মাওলানা আবদুল কাদের দেহলভীর রচিত "তাফসীরে মূদ্ধিহুল কোরআনের" ১/১০৩ পৃষ্ঠায় সুরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-*"আলোচ্য আয়াতে 'নূর' দ্বারা রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে ।"*

☞২১. বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলিম *মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী* ।যিনি আশরাফ আলী থানবী সাহেবের অন্যতম খলিফা ছিলেন। তিনি নিজেই অনেক গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক। তিনি তার পীর আশরাফ আলী থানবী সাহেবের 'বেহেশতী জেওর' সহ বেশ কিছু বই অনুবাদও করেছেন। তার প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাবের অনুবাদ হলো বুখারী শরীফ। তিনি বুখারী শরিফের অনুবাদের পাশাপাশি তার ব্যাখ্যাও করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ৫ম খ- রাসূল (ﷺ)-এর সিরাতের উপরে আলোচনা করছেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সৃষ্টি বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ প্রনয়ন করেছেন; আর আর একটি পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন "সর্বপ্রথম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)" ।[৫৬] তিনি এ

---

৫৩ .মওলানা আমিনুল ইসলাম, নূরে নবী (দ.), প্রথম খ-, ৫ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.

৫৪ .মওলানা আমিনুল ইসলাম, নূরে নবী (দ.), প্রথম খ-, ৫ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.

৫৫ .মাওলানা মহিউদ্দিন খান, শাওয়াহিদুন নবুয়্যতের অনুবাদের ভূমিকা, ৯৫পৃষ্ঠা, মদিনা পাবলিকেন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৫৬ .শামছুল হক ফরিদপুরী, বোখারী শরীফ, (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) ৫/২-৩ পৃষ্ঠা, যা হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ, ৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১, হতে প্রকাশিত।

পরিচ্ছেদে দীর্ঘ বক্তব্য উল্লেখ করেন এভাবে-"এই হাকীকতে মুহাম্মদিয়াই হইল নিখিল সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। লৌহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, ফেরেশতা এবং মানব-দানব সব কিছুই ঐ হাকীকতে মুহাম্মদিয়া বা নূরে মুহাম্মদীর পরে সৃষ্টি হইয়াছে। এই তথ্য সুস্পষ্টরূপে বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রা.) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে-

عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰه بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ قَبْلَ الأَشْيَاءِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ! إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورِ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلا قَلَمٌ وَلا جَنَّةٌ وَلا نَارٌ وَلا مَلَكٌ وِلا سِمَاءٌ وَلا أَرْضٌ وَلا شَمْسٌ وَلا قَمَرٌ وَلا جِنِّيٌّ وَلا إِنْسِيٌّ- (رواه عبد الرزاق).

অর্থ ঃ হযরত জাবের (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক; সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কোন জিনিসটি সৃষ্টি করিয়াছেন? রসূল (ﷺ) বলিলেন, হে জাবের! আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম তোমাদের নবীর নূর সৃষ্টি করিয়াছেন (যাহা) আল্লাহর (বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট) নূর হইতে।[৫৭] অতঃপর সেই নূর আল্লাহর কুদরতে আল্লাহ তাআলার নিয়ন্তণাধীনে চলমান ছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, মানব-দানব এবং ফিরেশতা কিছুই ছিল না।"[৫৮] এভাবে তিনি রাসূল (ﷺ) যে নূরের সৃষ্টি তা বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বর্তমান দেওবন্দীরা তাদের এ দুই মুরব্বী (শামছুল হক ফরিদপুরী ও শাইখুল হাদিস আজিজুল হক) এর কথা আমলে নেয় না; তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এই যে বর্তমান চলমান দেওবন্দীদের কে হিদায়াত দান করুক। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বাংলাদেশের অনেক দেওবন্দী আলেমরাই এ হাদিসটিকে জাল এবং মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে নেই বলে ঘোষনা দিয়ে থাকেন।[৫৯] তাই তাদেরকে এই দুই মুরব্বী থেকে থেকে শিক্ষা নেয়ার অনুরোধ রইল।

২২.বাংলাদেশের অন্যতম দেওবন্দী আলেম মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

---

৫৭ . এটি শাইখুল হাদিস আজিজুল হকের মনগড়া অনুবাদে কারচুপি; কেননা সে হাদিসের মতনের অর্থ বিকৃত করেছেন।

৫৮ . শামছুল হক ফরিদপুরী, বোখারী শরীফ, (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) ৫/২-৩ পৃষ্ঠা, হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ, ৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১,

৫৯ .যেমন মাওলানা আব্দুল মালেক এর 'প্রচলিত জাল হাদিস' বইয়ের ২২০ পৃষ্ঠায় বলেছেন। সেখানে হেফাজতে ইসলামের আমীর আহমদ শফি, বায়তুল মুকার্‌রমের সাবেক দেওবন্দী খতিব মাও. ওবায়দুল হক থেকে শুরু করে অনেকের অভিমত রয়েছে। তাদের এই ধোঁকাবাজির ইতিহাস জানতে আপনারা আমার লিখিত প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ১ম খ-ের ৩৪৩-৩৭১পৃষ্ঠা দেখুন।

আমরা সকলেই জানি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদের ইমাম হলেন আবুল হাসান আশআ'রী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। আর তা স্বীকার করেছেন দেওবন্দী আলেম নুরুল ইসলাম ওলীপুরী তার "মাওয়ায়েজে ওলীপুরী" বইয়ের ১/২২১ পৃষ্ঠা, আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা হতে প্রকাশিত। এখন ওলীপুরীর দৃষ্টিতে যিনি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম তিনি নবিজী (ﷺ)'র সৃষ্টির বিষয়ে কি বলেছেন। আমরা তা অনুসন্ধান করে দেখবো। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

انه تعالى نور ليس كالانوار وروح النبوية القدسية لمعة من نوره والملائكة اشرار تلك الانوار وقال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق كل شئ-

-"আল্লাহ তা'য়ালা নূর কিন্তু অন্যান্য নূরের মতো নন। এবং নবী করীম (ﷺ) এর রুহ মোবারক তাঁর নূরের জ্যোতি আর ফেরেশতারা হলো ঐ নূর সমূহের শিখা। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : *আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব প্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন* আর আমার নূর হতে প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি হয়েছে।"[৬০] প্রমাণিত হলো বর্তমান চলমান দেওবন্দী যারা রাসূল (ﷺ) কে নূরের সৃষ্টি মানেন না তারা তাদের দলের নেতা ওলীপুরীর ফাত্ওয়ায় আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত থেকে খারিজ। আর ওলীপুরী তো বহু আগেই খারিজ বা বের হয়ে গেছে।

☞২৩. এ বিষয়ে দেওবন্দীদের ঐতিহ্যবাহী চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা *মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ ইছহাক* এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

তিনি নবিজী (ﷺ) এর নূরের সৃষ্টি জেনে একটি হাদিস বর্ণনা করেন এভাবে-

"একদিন আমাদের সকল মোমেন লোকের মাতা হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হুজরা মোবারক হইতে হাবীবে আকরাম (ﷺ) যাইতেছেন এমন সময় মা আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মজাক করিয়া তাঁহাকে যাইতে বাধা দিবার মানসে একখানা রুমালের দুই দিকে দুই হাত ধরিয়া হুজুর (ﷺ) এর ছের মোবারকের উপর দিয়া ফেলিয়া কোমর মোবারক পেচ দিলে। *হুজুর (ﷺ) স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া গেলেন!* বিবি আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অবাক হইয়া গেলেন

مَا هٰذَا يَا رَسُول الله؟ -"হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইহা কি হইল! তিনি জাওয়াব দিলেন, ওগো আয়েশা! *তোমরা আমার হাকীকত বুঝবে না, আমার শরীর অন্য মানুষের মতো নয়।"*

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখানেই শেষ নয়, তিনি একটু সামনে অগ্রসর হয়ে এ কিতাবে আরও লিখেন-*"ছাহেবান! জানিয়া রাখুন! আমাদের পয়গাম্বর ছাহেবের শরীর মোবারকের ছায়া ছিল না।"*

---

৬০ .ক. আল্লামা ইমাম মাহদী আল ফারসী : মাতালিউল মুসার্‌রাত ফি শরহে দালায়েলুল খায়রাত, ২১পৃ.
আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২২০ পৃঃ

☞২৪. এ বিষয়ে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের দেওবন্দী মাদ্রাসা দারুল মা'রিফের প্রতিষ্ঠাতা *মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী চাটগামী* তার কাব্য গ্রন্থ "জামে যওক" এর ১২ পৃষ্ঠায় নাতে রাসূল (ﷺ) এর শিরোনামে যা তিনি লিখেছিলেন ১৩৮৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ১৩ তারিখ। সে কবিতাটির একটি লাইন হলো-

وہ نور خدا ہے ہمارا نبی -"তিনি আল্লাহ্ পাকের নূর তিনি আমাদের নবি।"

☞২৫. অনুরূপভাবে এ বিষয়ে ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দী আলেম আশরাফ আলী থানবীর অন্যতম খলিফা **বি-বাড়িয়ার বড় হুযুর মুফতি সিরাজুল ইসলাম** এর লিখিত "গাওয়াহেরে সিরাজি" (বাংলা অনুবাদিত) নামক গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"হুযুর (সা.) হলেন সারা সৃষ্টির কারন বা উসিলা। সর্ব প্রথম নবিজী (সা.)-এর নূর মোবারক সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন-

أول ما خلق الله نورى وكل خلائق من نورى وانا من نور الله-

-"আল্লাহ্ পাক সর্ব প্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আমার নূর হতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছে। আমি হলাম আল্লাহর নূর।"

☞২৬.বাংলাদেশের হেফাজতে ইসলামের আমির যিনি লক্ষ্য লক্ষ্য কওমী আলেমদের উস্তাদ তিনি হচ্ছেন *মাওলানা শাহ্ আহমদ শফী*। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম কওমী মাদরাসা দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম) এর মহাপরিচালক। এ বিষয়ে তার লিখিত কিতাব "হক বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব" এর ৬১ (যা চট্টগ্রামের হাটহাজারী হতে, আর যার প্রকাশক হচ্ছেন মাওলানা মুহাম্মদ আনাস) পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন- *"অতএব, আমার আক্বীদা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সাথে মানুষ ও নূর।"* সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এটাই আমাদের আক্বিদা যে নবিজী (ﷺ) সৃষ্টিতে নূর এবং কিন্তু এসেছেন বাশারিয়্যাত রূপে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এ বিষয়ে আহলে হাদিসদের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

☞২৭.আহলে হাদিসদের **ইমাম ইবনে তাইমিয়ার** (মৃত.৭২৮হি.) দৃষ্টিতে রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি ঃ

وَأَشْرَقَ بَعْدَهُ نُورُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-"তারপর (ঈসা আলাইহি ওয়াস্সালাম এর নবুয়তের পর) নূরে মুহাম্মদ (ﷺ) প্রকাশিত হল।"[৬১]

☞২৮. **আহলে হাসিদের ইমাম ইবনুল কাইয়্যম** {ওফাত.৭৫১হি.}এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ সুরা নুরের ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম ইবনুল কাইয়্যম বলেন- أَيْ: مَثَلُ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -"আল্লাহর নূরের উপমা হলো নূরে মুহাম্মদ (ﷺ)।"[৬২]

---

৬১ .ইবনে তাইমিয়া, আল-জাওয়াবুল সহিহ লিমান বাদ্দালা দিনুল মসিহ, ৩/৩৭১পৃ. দারুল আ'সমাত, সৌদি, দ্বিতীয় প্রকাশ.১৪১৯হি.। (শামিলা)

☞২৯. রাসূল (ﷺ) এর সৃষ্টি সম্পর্কে আহলে হাদিসের মান্যবড়দের অন্যতম এবং তাদের *ইমাম কাযী শাওকানী* (মৃত.১২৫০হি.) এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

কাযী শাওকানী সাহেব সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ.... قَالَ الزَّجَّاجُ: النُّورُ محمد صلى الله –أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وَسَلَّمَ عليه وَسَلَّم -"উক্ত আয়াতের নূর দ্বারা রাসুল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। যেমন ইমাম যুজায (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এই নূরের উদ্দেশ্য হল মুহাম্মদ (ﷺ)।"[৬৩] কাযি শাওকানী তার এ তাফসীর গ্রন্থে সূরা আন'আমের ১৬৩ নং আয়াতের তাফসীরে লিখেন-

وَقِيلَ: أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فِي الرِّسَالَةِ فَهُوَ أَوَّلُهُمْ فِي الْخَلْقِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ -

-"হুযুর করীম (ﷺ) সকল মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম। কেননা, তিনি রাসূল হিসেবে *পরে আবির্ভূত হলেও সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম।* আল্লাহ তা'য়ালার উক্তি- স্মরণ করুন! যখন আমি মজবুত ওয়াদা নিয়েছি নবীগণ থেকে, আপনার নিকট থেকে এবং নূহ (আলায়হিস সালাম) থেকে। এতে ঐ কথাই বিবৃত হয়েছে।"[৬৪] এখানে শাওকানী রাসূল (ﷺ) সর্ব প্রথম সৃষ্টি খুব সুন্দর করে স্বীকার করলেন।

শুধু তাই নয় শাওকানী রাসূল (ﷺ)'র বিলাদাতের আলোচনা করতে গিয়ে একটি হাদিস আনেন এভাবে-

وَرَأَتْ أُمُّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورَ الشَّامِ. -"রাসূল (ﷺ) এর বিলাদাতের পূর্বে তাঁর মাতা আমেনা (রা.) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তাঁর দুই পা মোবারকের মধ্যবর্তী স্থান হতে থেকে *একটি নূর বের হয়েছে, যা শাম দেশের উঁচু প্রসাদ* গুলো আলোকিত করেছে।"[৬৫]

শুধু তাই নয় শাওকানী রাসূল (ﷺ) সকল নবিদের সর্ব প্রথম এমনকি বাবা আদমেরও আগে সৃষ্টি বর্ণনা করেন তার তাফসিরে এভাবে-

وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ وَالدَّيْلَمِيُّ، وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ الْآيَةَ قَالَ: «كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ-

---

৬২. ইবনুল কাইয়্যম, ইজতিমাউল জুয়ূসুল ইসলামিয়্যাহ, ২/৪৯পৃ. মাতাবাউল ফারযুদাকুল তেযারিয়্যাহ, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ.১৪০৮হি.

৬৩. শাওকানী, তাফসীরে ফাতহুল কুদীর, ২/২৩ পৃষ্ঠা, দারু ইবনে কাসির, দামেস্ক, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪১৪হি.।

৬৪ শাওকানী, তাফসীরে ফাতহুল কুদীর, ২/২৩৬ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.

৬৫ .শাওকানী, তাফসীরে ফাতহুল কুদীর, ৪/৩০৮ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.

-"ইমাম আবু হাতেম, ইবনে মারদুআহ, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী তার দালায়েলুল নবুয়াতে, দায়লামী এবং ইমাম ইবনে আসাকীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাদের স্ব-স্বগ্রন্থে হযরত কাতাদা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা দিচ্ছেন (সুরা আহযাবের ৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) তিনি ইরশাদ করেছেন, *আমি সৃষ্টিতে সকল নবিদের প্রথম এবং প্রেরণে সবার শেষে।*"[৬৬]

শুধু তাই নয়, আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী তার তাফসীরে সুরা নূরের ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর নূরের উপমা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن شَمَرِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ، فَقَالَ: حَدِّثْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ نُورُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ قَالَ: مَثَلُ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

-"ইমাম আব্দুল হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুআহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হযরত শামর ইবনে আতিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন, রঈসুল মুফাস্সির হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হযরত কা'ব বিন আহবার (ﷺ)'র কাছে যান। অতঃপর আমাদেরকে বলেন মহান আল্লাহর বাণী "আল্লাহ হচ্ছেন আসমান আর যমিনের নূর। আর তাঁর নূরের উপমা হচ্ছে...*এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাব ইবনে আহবার (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর নূরের উপমা হচ্ছে নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ)।*"[৬৭]

☞৩০. রাসূল (ﷺ) এর সৃষ্টি সম্পর্কে আহলে হাদিসের প্রধান অন্যতম এবং বর্তমান **আহলে হাদিসদের ইমাম শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী** (মৃত.১৯৯৯খৃ.) এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ আহলে হাদিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার একাধিক গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন। তার সু প্রসিদ্ধ সহিহ হাদিসের গ্রন্থ *"সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহিহাহ"* এর ১/৮২০ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৪৫৮ এ হযরত যাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৬৮] যা আমি মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌভি এর আলোচনায় বর্ণনা করেছি। এছাড়া আলবানী তার অপর আরেকটি গ্রন্থ *"আলবানী ফিল আকায়েদ"*এর ৩/৮১৬পৃষ্ঠা প্রশ্ন নং.২৮১ এ , ৩/৮১৮ পৃষ্ঠার প্রশ্ন নং.২৮৪ এ সহ এই কিতাবটির মোট ৯ স্থানে এ হাদিসটি সংকলন করেছেন।

☞৩১. আহলে হাদিস সৌদি আরবের আলেমদের সম্মেলিত ফাতওয়ার কিতাব *"কুররাতুল আইনী বি ফাতওয়ায়ে উলামাউল হারামাইন"* যার ১/৩২৫ পৃষ্ঠায়, যা মাকতাবাতুল তাযারিয়্যাহতুল কোবরা, মিশর হতে প্রকাশিত। যার সংকলন করেছেন শায়খ হুসাইন বিন ইবরাহিম আল-মাগরীবী আল-মিশরী যার {ওফাত হলো.১২৯২

---

৬৬ .শাওকানী, তাফসীরে ফাতহুল ক্বদীর, ৪/৩০৮ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.

৬৭ .শাওকানী, তাফসীরে ফাতহুল ক্বদীর, ৪/৪৩ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.

৬৮ . আহলে হাদিসদের এ ভূয়া তাহকীককারী আলবানী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ১ম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠা থেকে দেখুন।

হিজরীতে} তিনি এ কিতাবটিতে হযরত যাবের (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি সম্বলিত এ হাদিসটি বিস্তারিত আলোচনাসহ বর্ণনা করেছেন। এ কিতাবটি এখন মাকতুবাতুল শামেলাতেও পাওয়া যায়।

☞৩১. আহলে হাদিস শায়খ *তৈয়্যব আহমদ হাতিয়্যাহ* তিনি, তাঁর "তাফসীরে শায়খ আহমদ হাতিয়্যাহ" এর ৩/৩৯৫ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি সম্বলিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

☞৩২.আহলে হাদিসদের সরদার *সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ*

তার লিখিত "তরকে ইসলাম" গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় (অমৃতস্বর হতে প্রকাশিত) রাসূল (ﷺ) কে রাব্বুল আলামীনের নূর বলে এভাবে মেনে নিয়েছেন-

سلام اس نور رب العلمین پر

سب آل و اصحاب دیں پر

-"ওই রব্বুল আলামীনের নূরের উপর সালাম। তাঁর সব আওলাদ ও দ্বীনের সাহাবীদের উপরও (সালাম)।"[৬৯] সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী তার প্রসিদ্ধ ফাত্ওয়ার কিতাব "ফাতোয়ায়ে সানাইয়্যাহ্'র ২য় খ-ের ৪৩৭ পৃষ্ঠায় শেষের ভাগে লিখেছেন-*"আমাদের আক্বিদার ব্যাখ্যা হচ্ছে রসূলে খোদা আলাইহিস্সালাম খোদার সৃষ্ট নূর।"*

☞৩৩. আহলে হাদিসদের সরদার *ক্বাযী সুলায়মান মানসুরপূরীর* দৃষ্টিতে রাসূল (ﷺ) সৃষ্টি ঃ

এ আহলে হাদিস আলেম তার লিখিত 'সাইয়্যেদুল বশর' এর ৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

شان محمدی سے اند ہے ہیں اہل ظلمت

وہ نور حق ہے جس سے دار الاسلام چمکا

-*"হুযুর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম-এর শানমান সম্পর্কে অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকেরাই অন্ধ হয়ে আছে। বস্তুতঃ তিনি হলেন আল্লাহর নূর, যা দ্বারা বেহেস্ত পর্যন্ত চমকিত হয়েছে।"*

বাতিলপন্থীদের কয়েকটি খোড়া যুক্তির নিষ্পত্তি ঃ

১.চলমান দেওবন্দীদের সপক্ষে ধোঁকা আর জাল হাদিসই প্রধান পুজি ঃ

চলমান এ দুটি ভয়ংকর বাতিল মতবাদ তাদের দাবি নবীজি (ﷺ) আমাদের মত মাটির মানুষ। নাউযুবিল্লাহ ; কিন্তু তাদের সপক্ষে একটিও সুস্পষ্ট দলিল নেই যে মহান রব বলেছেন অথবা নবীজি সাহাবিদের বলেছেন যে আমাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধোঁকা নং.১ ঃ এ বিষয়ে তারা বলে থাকেন যে মহান আল্লাহ রাসূলের জবানে ইরশাদ করিয়েছেন- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -"হে আমার হাবিব! আপনি বলুন আমি তোমাদের ন্যায় (আকৃতিতে) মানুষ।"(সুরা কাহাফ-১১০) তাই বুঝতে পারলাম যে রাসূল (ﷺ) বাশার বা মানুষ ছিলেন; আর এবার আমরা দেখবো বাশারকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মহান রব তা'য়ালা ইরশাদ করেন- إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ -"আমি বাশার কে (আদমকে)

---

৬৯ .আল্লামা যিয়াউল্লাহ কাদেরী, ওহাবী সম্প্রদায়ের হাকীকত, ৬৪২পৃষ্ঠা।

বানিয়েছি কাদা মাটি থেকে।"(সুরা ছোয়াদ-৭১) তাই তারা বলে যে নবীজি যেহেতু বাশার আর বাশার যেহেতু মাটির তৈরী সেহেতু নবীজিও মাটির তৈরী।

ধোঁকার দাঁতভাঙ্গা জবাব ঃ ১. প্রথমে সুরা কাহফের যে আয়াতটি তারা দলিল দেয় শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তার মাদারেজুন নবুয়তের ২য় খ- (ই.ফা. বা) এই আয়াতেকে কারীমাকে মুতাশাবেহাত এর অর্ন্তভুক্ত বলেছেন। কেননা এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ যদি ধরা হয় সকল উম্মতও নবি হবেন; কেননা সেখানে রয়েছে আমি তোমাদের মত; তাহলে আমার প্রশ্ন হলো তিনি তো নবী আমরা কী নবী? এ আয়াতের আরও অংশ রয়েছে সেটুকু তারা বলতে চায়না। যেমন- يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ-"আমার কাছে ওহী আসে তোমাদের কাছে আসে না), আর ইলাহ একজনই।" (কাহাফ-১০) তাই বুঝতে পারলাম স্পষ্ট হয়ে গেলো তাঁর কাছে ওহী আসে আমরা তার মতো নয় বলেই আমাদের কাছে ওহী আসে না।

২. দ্বিতীয়ত আমার কথা হলো যে একমাত্র আদি পিতা বাবা আদম (عليه السلام) ছাড়া কেউই মাটির সৃষ্টি নন। কুরআনের একাধিক স্থানে বাশারকে মাটি থেকে সৃষ্টি কথা উল্লেখ আছে; এগুলো মূলত আদম (عليه السلام) কেই উদ্দেশ্য। যেমন তারা সুরা ছোয়াদের ৭১ নং যে আয়াতটি দলিল হিসেবে দিয়ে থাকেন তার ব্যাখ্যায় রঈসুল মুফাস্সির সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) {ওফাত.৬৮হি.}বলেন- {إِذْ قَالَ} قد قَالَ {رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن طِينٍ} يَعْنِي آدم-"যখন রব ফিরেশতাদেরকে বললেন আমি বাশার কে মাটি থেকে সৃষ্টি করবো, উক্ত সাহাবী বলেন এখানে বাশার কে মাটি দিয়ে বলতে আদি পিতা আদম (عليه السلام) কে বুঝানো হয়েছে।"[৭০] সকল মুফাস্সির সাহাবী, তাবেয়ী ও সকল গ্রহনযোগ্য তাফসিরকারক অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৭১] তাই আদম (عليه السلام)-এর শানে নাযিল কৃত আয়াত এনে রাসূল (ﷺ)-এর দিকে ব্যবহার করা কোরআন সুন্নাহের অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। পবিত্র কুরআনে ১১ স্থানেরও অধিক যায়গায় রয়েছে যে মহান রব বলেন আমি মানুষকে নুতফা (পিতা-মাতার বীর্য) থেকে সৃষ্টি করেছি; তাহলে এ আয়াতগুলো কি মিথ্যা? যেমন মহান রব তা'য়ালা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন-

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ – خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ – يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

-"সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত কোন বস্তু হতে সে সৃজিত হয়েছে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হয়ে আসা পানি (নুতফা) থেকে। তা বের হয় মেরুদ ও বক্ষ

---

৭০ .তাফসীরে ইবনে আব্বাস, ১/৩৮৪পৃ.

৭১ . যেমন আপনারা তাবেয়ী সুলায়মান ইবনে মুকাতিল (ওফাত. ১৫০হি.) এর তাফসরি সুলায়মান ইবনে মুকাতিল, ৩/৬৫৩পৃ. বাগভী, মা'লিমুত তানযিল,৪/৭৭পৃ. সুয়ূতি, তাফসীরে জালালাইন, ১/৬০৪পৃ. তাফসীরে তবারী, ২১/২৩৮পৃ. ইমাম সমরকন্দী, তফসীরে সমরকন্দী, ৩/১৭৩পৃ. ইমাম আন্দুলুসী কুরতুবী আল-মালেকী ওফাত. ৪৩৭হি. ও তাঁর হিদায়া ইলা বুলুগুল নিহায়া, এর ১০/৬২৯৫পৃ. তাফসীরে কাবীর, ২/৪২৭পৃ. তাফসীরে খাযেন, ৪/৪৮পৃ. সাম'আনী, তাফসীরে সামআনী, ৫/৪৫৪পৃ.

পাঁজরের মাঝ থেকে।"[৭২] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! এখানে মহান রব মানুষের সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু নুতফা কোথায় থাকে তা পর্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। বুঝা গেল বাবা আদম (ﷺ)ই শুধু সরাসরি মাটির তৈরী; বাকি সমস্ত বনী আদম (রাসূলে আকরাম, ঈসা নবি, বিবি হাওয়া ছাড়া) নুতফার সৃষ্টি। যেমন মহান রব অনত্র ইরশাদ করেন- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ -"তিনিই, যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানব জাতির সৃষ্টির সূচনা মাটি থেকে করেছেন। অতঃপর তার বংশ সৃষ্টি করেন এক তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।"[৭৩] এ আয়াতে স্পষ্ট হয়ে গেলো মানব সৃষ্টির শুরু তথা আদম (ﷺ) কেই একমাত্র মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। মহান রব অন্যত্র আদমের পরে আমাদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সে প্রসঙ্গে ইরশাদ করছেন-

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

-"তারপর আমি নুতফাকে রক্ত-পি- পরিণত করেছি; অতঃপর ঐ রক্তপি-কে মাংসপি- পরিণত করেছি; অতঃপর মাংসপি-কে অস্থিতে পরিণত করেছি; অতঃপর উক্ত অস্থিগুলোর উপর মাংস পরিয়েছি; তারপর সেটাকে অন্য আকৃতিতে গড়ে তুলেছি।"[৭৪] তবে মহান রব নুতফা ৪০ দিন থাকার পর সেটা আলাক বা রক্তপি- হয় আর তার থেকেই মানুষ সৃষ্টির মূল হয় সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেন-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ-"আমি মানুষকে আলাক্ব (নুতফার পরের স্তর) হতে সৃষ্টি করেছি।"[৭৫] মানুষকে নুতফা (পিতা-মাতার বীর্য) থেকে সৃষ্টি মর্মে কুরআনে অনেক স্থানে বর্ণিত আছে।[৭৬]

২.মানুষ কয়ভাবে সৃষ্টি ঃ

১. আদি পিতা আদম (ﷺ) কে সরাসরি মাটি থেকে।[৭৭]
২. মা হাওয়া (ﷺ) কে তাঁর স্বামী তথা আদম (ﷺ)-এর পাজর থেকে।[৭৮]
৩. ঈসা (ﷺ) কে শুধু মাত্র রূহ থেকে।[৭৯]

---

৭২. সুরা তারেক-৫-৭
৭৩. সুরা সাজদাহ্,৭-৮
৭৪. সুরা মু'মিনূন, আয়াত.১৪ অনূরূপ সুরা হাজ্জে ৫ নং আয়াতেও দেখুন।
৭৫. সুরা আলাক, আয়াত-২
৭৬. সুরা নাহল, আয়াত নং.৪, সুরা কাহাফ, ৩৭, সুরা হাজ্জ আয়াত নং.-৫, সুরা ফাতির আয়াত নং.১১, সুরা ইয়াসিন আয়াত নং.৭৭, সুরা গাফির, আয়াত.৬৭, সুরা নাজম আয়াত নং.৪৬, সুরা দাহর, আয়াত. ২, সুরা আবাসা, আয়াত নং ১৭-১৯
৭৭. সুরা সোয়াদ, ৭১, সুরা বাক্বারা, সুরা আ'রাফ,
৭৮. সহিহ বুখারী ও মুসলিম। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ১ম খ-ের ২৪৬-২৪৭পৃষ্ঠা দেখুন।
৭৯. সুরা মা'বিয়াম -১৭-১৯

৪. আমাদেরকে মা-বাবার নুতফা বা বীর্য থেকে।[৮০]

৫. আমাদের রাসূল (ﷺ) কে নূর থেকে।[৮১] তাই ইলমহীন আলেমদের মত কোনো মানুষের জন্য শুভনীয় নয় সকল মানুষ মাটির সৃষ্টি বলা; আর তা বলা মানে কুরআনুল কারীমের বিরুদ্ধে কথা বলার নামান্তর।

৩.এ বিষয়ে তাদের শুধু মাত্র একটি জাল হাদিসই পুজি ঃ

এ বিষয়ে তাদের সপক্ষে কোনো একটিও সহিহ হাদিসও নেই। এটি আমি নিশ্চিত, তার জলন্ত প্রমাণ হচ্ছে তাদের সপক্ষে আজ পর্যন্ত কোনো পুস্তকে কোনো সহিহ হাদিস তাদের দাবির পক্ষে পেশ করতে দেখিনি। নিম্নের এ জাল হাদিসটি তারা 'হাসান' সনদ বলে চালায় যা হযরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেন-

وإني وأبا بَكْرٍ وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا نُدْفَنُ

-" আমি, আবু বকর ও ওমর (رضي الله عنهم) এমন এক মাটি থেকে সৃষ্টি যাতে আমাদের দাফন করা হবে।"[৮২] এ হাদিসটি বর্ণনা করে খতিবে বাগদাদী বলেন এটি গরীব হাদিস । কোন বিধান বা আহকামের এবং আকায়েদের জন্য দলিল হিসেবে এ জাতীয় হাদিস গ্রহনযোগ্য নয়, অথচ হাদিসটি জাল। আর তা স্বীকার করেছেন ইমাম ইবনুল যওজী (ওফাত.৫৯৭হি.), আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী, এমনকি দেওবন্দী মুফাস্সির মুফতি শফি তার তাফসীরে এবং বাংলাদেশেরে অন্যতম আহলে হাদিস ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার জাল হাদিসের পুস্তকে।[৮৩]

☎৪.দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের প্রতি আমার আকুল আবেদন

তাই দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদেরকে বলবো জাল হাদিসের প্রতি আক্বিদা ছেড়ে সহিহ হাদিসের দিকে ফিরে আসুন এবং আমাদেরকে কাফের বলতে গিয়ে আপনাদের আকাবীরদের (গুরুদের) কাফের বলা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।.....**সমাপ্ত**।

---

৮০ .এ বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হলো এবং ৮০নং টিকায় বিস্তারিত দেয়া আছে।

৮১ .সুরা মায়েদা আয়াত নং. ১৫, রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি মর্মে এ গ্রন্থে, প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ১ম খ-ের ২৯৩--৩৮৭ পৃষ্ঠা এবং প্রকাশের পথে 'রাসূল (ﷺ)-এর সৃষ্টি নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান' দেখুন।

৮২ .ইমাম খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ, ৩/৫৪২পৃ. হাদিস ঃ ১০৬২ ও ৩/১৫৫পৃ. হাদিস : ১১১৪ ১৫/৩২পৃ. হাদিস : ৬৯৫০, ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ৪৪/১২০পৃ. হাদিস : ৯৫৭৬, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/২৮পৃ. হাদিস : ৬০৮৭, যওজী, মুতনাহিয়্যাত, ১/১৯৩পৃ. হাদিস:৩১০, আলবানী,১১/৩৮৮পৃ. হাদিস : ৫২৪০, তিনি বলেন, হাদিসটি বাতিল।

৮৩ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ১১/৩৮৮পৃ. হাদিস ঃ ৫২৪০, ইবনে যওজী, কিতাবুল মওদ্বুআত, ১/৩২৮ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, মুফতি শফি, মা'রিফুল কোরআন, ৮৫৬পৃ. (সৌদি হতে বিনা মূল্যে দেয়া), ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদিসের নামে জালিয়াতি (চতুর্থ সংস্করন) ৩২০পৃ.। বুঝলাম তাদের দলের আলেমরাই হাদিসটিকে জাল বলেছে।

আলমদিনা প্রকাশনী

হতে গ্রন্থনা ও সংকলনায় মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুরের রচিত বই

১০৫ মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১৯-৫১৩১৬৩

১. প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)
২. কিতাবুল বিদয়াত (তাখরীজ ও তাহকীক)
৩. আকাইদে এলমে গায়ব (এলমে গাইবের চূড়ান্ত ফয়সালা)
৪. মালফূজাতে আ'লা হযরত (তাখরীজ ও তাহকীক)
৫. আমি কেন মাযহাব মানব?
৬. আমলে নূর (তাখরীজ ও তাহকীক)
৭. আমলে আউলিয়া (তাখরীজ ও তাহকীক)
৮. আমলে আলো (তাখরীজ ও তাহকী
৯. ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন
১০.আহলে-হাদিসদের স্বরূপ উন্মোচন
১১. রাসূল (সাঃ)'র নূরের সৃষ্টি নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান
১২. রাসূল (সাঃ)'র মেরাজ
১৩. কুরআন ও সুন্নাহ্য় শব-ই-বরাত
১৪. কুরআন ও সুন্নাহ্য় শব-ই-কদর
১৫. পৃথিবীর সবচেয়ে ভূয়া তাকীককারী আলবানীর স্বরূপ উন্মোচন
১৬. সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ
১৭. হেফাজতে ইসলামের মুখোশ উম্মোচন
১৮. রফ'এ-ইয়াদাইন সংক্রান্ত সমাধান
১৯. নামাযে নাভির নিচে হাত বাধার বিধান
২০. জানাযার নামাযের পর দোয়া
২১. ইলমে-তরিকত (তাসাওউফ শিক্ষার গুরুত্ব)
২২. গেয়ারভী-শরীফ ও তার ইতিহাস
২৩. ইসলাম এবং প্রচলিত তাবলীগ জামাত
২৪. আযানের আগে ও পরে সালাত ও সালাম
২৫.এ যুগের বাতিল ফির্কা এবং আহ্লে-সুন্নাত ওয়াল জামাত
২৬. রাসূলের 'হাযির-নাযির' নিয়ে বাতিলদের গাত্রদাহ কেন?
২৭. কুরআন ও সুন্নাহ্য় নবী-পাকের শাফাআত
২৮ শরীয়তের দৃষ্টিতে মীলাদ-কেয়াম
২৯. শরীয়তের দৃষ্টিতে আউলিয়ায়ে-কেরামগণের যেয়ারতে সফর
৩০. কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ঈদে-মীলাদুন্নবী মুসলমানদের সেরা ঈদ
৩১. হানাফী ও আহ্লে-হাদিসদের ২৫টি মাস্আলার বিরোধ মীমাংসা
৩২. আহ্লে-হাদিসদের রোষানলে ইমাম আবু হানিফা [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]
৩৩. কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে আউলিয়ায়ে-কেরাম
৩৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা-পাক যেয়ারতের হাদিস নিয়ে আহ্লে-হাদিসদের বিরোধের দাঁতভাঙ্গা জবাব
৩৫. শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাতিহা কী ও কেন?
৩৬. ফরয নামাযের পর মুনাজাত
৩৭. তাকবীলুল-ইবহামাইন : নবী-পাকের নাম মোবারক শুনে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খাওয়া
৩৮. কোরআন-সুন্নাহ্ উসিলা নিয়ে কী বলে?
৩৯. ওরস কী ও কেন?
৪০. কোরআন-সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে আহ্লে-বাইত
৪১. শব্দার্থ আল কোরআন (আমপারা)